১৫. <u>ইন্তেকাল</u>:- ইবনে খাল্লিকান (রঃ) তার وفيات الأعيان গ্রন্থে ইমাম তাহাবী (রঃ)- এর মৃত্যু প্রসঙ্গে বলেন, যুগশ্রেষ্ঠ ফিকহশাস্ত্রবিদ, আলোড়ন সৃষ্টিকারী জ্ঞান সাধক আল্লামা আবু জাফর তাহাবী (রঃ) বিশ্ববাসীকে শোক সাগরে ভাসিয়ে দিয়ে হিজরী ৩২১ সন মোতাবেক ৯৪৩ খ্রিস্টাব্দে ৯২ বছর বয়সে মহান প্রভুর সান্নিধ্যে চলে যান। তাঁকে قرافة নামক স্থানে সমাহিত করা হয়।

<u>উপসংহার</u>:- ইমাম আবু জাফর আহমাদ ইবনে মুহাম্মাদ আত তাহাবী (রঃ) ছিলেন বিস্ময়কর প্রতিভার অধিকারী এক কালজয়ী মহাপুরুষ। তাঁর অসাধারণ ব্যক্তিত্ব আর অতুলনীয় পাণ্ডিত্যের কারণে বিশ্ববাসীর হৃদয়ে তিনি বিশাল মর্যাদার আসন দখল করে আছেন। তাঁর রচিত অসংখ্য গ্রন্থ যুগে যুগে জ্ঞানপিপাসুদের জ্ঞানপিপাসা নিবারণ করে আসছে। বিশেষ করে তাঁর অমূল্য গ্রন্থ যুগে যুগে জ্ঞানপিপাসা নিবারণ করে আসছে। বিশেষ করে তার অমূল্য সৃষ্টি, شرح معاني الآثار গ্রন্থটি হানাফি মাযহাবে গুরুত্বপূর্ণ।

١٦ المختصر الكبير-
١٧ المختصر الصغير-
١٨ تاريخ كبير-
١٩ مجلد في مناقب الامام الاقدم وفضائل الهمام الاعظم ابى حنيفة (رح)
٢٠ النوادر الفقهية -
٢١ الحكايات -
٢٢ حكم ارض مكة -
٢٣ قسم الفئ والغنائم -
٢٤ الرد على عيس بن ابان -
٢٥ الرد على ابى عبيد -
٢٦ اختلاف الروايات على مذهب الكوفيين -
٢٧ عقيدة الطحاوى -
٢٨ شرح المغنى -
٢٩ سنن الشافعى -
٣٠ كتاب النحل -

১৪. <u>রচনাবলি:-</u> ইমাম আবু জাফর তাহাবী রহ. বিভিন্ন বিষয়ে অনেক মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করে গেছেন, যা তাঁকে চিরস্মরণীয় করে রেখেছে। তাঁর রচিত গ্রন্থাবলির মাঝে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হচ্ছে-

(١) شرح معانى الاثار -
(٢) مشكل الاثار -
(٣) احكام القران -
(٤) المختصر فى الفقه -
(٥) شرح الجامع الكبير -
(٦) شرح الجامع الصغير -
(٧) كتاب الشروط الكبير -
(٨) الشروط الاوسط -
(٩) الشروط الصغير -
(١٠) المحاضر -
(١١) السجلات -
(١٢) الوصايا -
(١٣) الفرائض -
(١٤) نقض كتاب المدلسين على الكراسى -
(١٥) كتب الحزل -

৪. আল্লামা আবু ইসহাক আস সিরাজী (রা) তার الطبقات নামক গ্রন্থে বলেন-

انتهت الى ابى جعفر رياسة اصحاب ابى حنيفة (رح) بمصر الى اخر ما اوردناه عن اليافعى۔

৫. আল্লামা كفوى (রা) বলেন-

وكان رحمه الله عالما لجميع مذاهب الفقهاء وكان اعلم الناس بسير الكوفيين واخبارهم۔

৬. আল্লামা আইনী (রা) বলেন-

هو اعلم الناس بمذهب ابى حنيفة۔

৭. আল্লামা ইতকানী (রা) তার غاية البيان গ্রন্থে বলেন-

لا معنى لانكارهم على ابى جعفر فانه مؤتمن لامتهم مع غزارة علمه واجتهاده وورعه وتقدمه فى معرفة المذاب وغيرها فان شككت فى امر فانظر شرح معانى الاثار هل ترى له نظرا فى سائر المذاهب فضلا عن مذهبنا۔

১৩. <u>তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের মন্তব্য</u>ঃ-

ইমাম আবু জাফর তাহাবী (রঃ) কুরআন, হাদীস, ফিকহ, উসূলে ফিকহের ক্ষেত্রে বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। তাঁর পাণ্ডিত্যের স্বীকৃতিস্বরূপ বহু মনীষী বিভিন্ন মন্তব্য পেশ করেছেন। যেমন-

১ আল্লামা সাময়ানী (রঃ) বলেন-

كان امام ثقة عاقل لم يخلف مثله

২ আল্লামা যাহাবী (রঃ) تذكرة الحفاظ গ্রন্থে বলেন-

وكان اماما رحمه الله ثقة ثبتا فقيها عالما لم يخلف مثله-

৩ আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ুতী (রঃ) حفاظ الحديث গ্রন্থে বলেন-

وكان ثقة ثبتا فقيها لم يخلف بعده مثله انتهت اليه رياسة الحنفية بمصر بري في الفقه والحديث وصنف التصانيف البديعة والكتب المفيدة-

চেয়ে মর্যাদাগত দিক দিয়ে ইমাম তাহাবী (রঃ) এর স্থান মোটেও কম নয়।

অন্যদিকে সাইয়্যেদ মুফতি আমীমুল ইহসান আল মুজাদ্দেদী আল বারাকাতী (রঃ) তাঁকে فقهاء احناف এর মধ্যে তৃতীয় স্তরে গন্য করেছেন।

১২. ব্যক্তিত্ব:- ইমাম তাহাবী (রঃ) এর ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে আল্লামা আইনী (রঃ) তার مغاني الاخيار গ্রন্থে বলেছেন, ইমাম তাহাবী (রঃ) এর নির্ভরযোগ্যতা, আমানতদারী, মর্যাদার পূর্নতা, হাদীসের দক্ষতা, নাসেখ মানসুখ ও হাদিসের পার্থক্যকরণের দক্ষতার ব্যাপারে ইজমা হয়েছে। তারপর কেউ তার স্থান পূর্ণ করতে পারেননি।

আল্লামা যাহাবী (রঃ) তারিখে কবির গ্রন্থে লিখেছেন, তিনি ফিকহবিদ, মুহাদ্দিস, হাফেয, প্রখ্যাত ইমাম, নির্ভরশীল ও দৃঢ় প্রত্যয়ী ছিলেন।

১১. <u>ওলামায়ে আহনাফের মধ্যে তার অবস্থান:-</u> ইমাম আবু জাফর তাহাবী (রহ) নিজ যোগ্যতা, মেধা ও মননশীলতায় ওলামায়ে আহনাফের মধ্যে অনন্য স্থান দখল করে আছেন। আল্লামা কফুভী الطبقات নামক গ্রন্থে ইমাম তাহাবী (রহ) কে হানাফী মাযহাবের ইমামগণের মধ্যে দ্বিতীয় স্তরের ইমাম হিসেবে গণ্য করেছেন।

শাহ আব্দুল আযীয (রহ) বলেন, ইমাম তাহাবী (রহ) কর্তৃক লিখিত المختصر গ্রন্থটি দ্বারা এ কথা স্পষ্ট হয় যে, ইমাম তাহাবী নিজেই একজন মুজতাহিদ ছিলেন। তাই তিনি ইমাম আবু হানীফা (রহ) এর মুকাল্লিদ হিসেবে নিজেকে উপস্থাপন করলেও কোন কোন মাসয়ালায় নিয়ে হানাফী মাযহাবের সাথে মতবিরোধও করেছেন।

মাওলানা আব্দুল হাই (রহ)- ইমাম তাহাবী (রহ)- কে ওলামায়ে আহনাফের দ্বিতীয় স্তরে স্থান দিয়েছেন। তিনি বলেন, এক্ষেত্রে ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদের

উত্তরে তিনি বলেন, আমার মামা শাফেয়ী মতাবলম্বী হয়েও হানাফী মাযহাবের কিতাবসমূহ অধ্যয়ন করতেন, তাই আমি তাঁর মাযহাব ত্যাগ করেছি।

طبقات الفقهاء গ্রন্থে আল্লামা আবু ইসহাক সিরাজী (রঃ) বর্ণনা করেন, ইমাম তাহাবী (রঃ) প্রথমে শাফেয়ী মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। একদা তার মামা মুযানী (রঃ) এর নিকট ফিকহশাস্ত্র অধ্যয়ন করছিলেন, তখন মামা ভাগিনাকে বলে উঠলেন- والله ما جاء منك شيء অর্থাৎ, আল্লাহর শপথ! তোমার নিকট থেকে কোন কিছু আসবে বলে আমার মনে হয়না। ইমাম তাহাবী (রঃ) এ কথা শুনে খুবই রাগান্বিত হন এবং মামার মাযহাব পরিত্যাগ করে হানাফী মাযহাবের অনুসারী হন। তারপর তিনি مختصر নামক গ্রন্থ রচনা করার পর এ মন্তব্য করেছিলেন যে, আমার মামার প্রতি আল্লাহ তায়ালা দয়া করেছেন; কারণ তিনি আজ বেঁচে থাকলে তাঁকে শপথের কাফফারা দিতে হতো।

৯. অনুসৃত মাযহাবঃ- ইমাম আবু জাফর তাহাবী (রঃ) জীবনের সূচনাতে তাঁরই মামা আবু ইব্রাহীম ইসমাঈল ইবনে ইয়াহইয়া মুযানী (রঃ)-এর দরবারে ফিকহশাস্ত্রে অধ্যয়ন শুরু করেন। এক্ষেত্রে তাঁর মামা শাফেয়ী মাযহাবের অনুসারী ছিলেন বিধায় তিনিও এদিকেই ঝুঁকে যান। একপর্যায়ে তিনি শাফেয়ী মাযহাব পরিত্যাগ করে হানাফী ফিকহ নিয়ে গবেষণা শুরু করেন। পরবর্তীতে তিনি হানাফী মাযহাবের একনিষ্ঠ অনুসারীতে পরিণত হন।

১০. মাযহাব পরিবর্তনের কারণঃ- ইমাম তাহাবী (রঃ) প্রথমে তাঁর মামার সাহচর্যের কারণে শাফেয়ী মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। পরবর্তীতে তিনি এ মাযহাব পরিত্যাগ করেন; এর কারণে হিসেবে আবু ইয়ালা আল খলিলী (রঃ)-বলেন মুহাম্মদ ইবনে আহমদ আশ শারুতী ইমাম তাহাবী (রঃ)-কে প্রশ্ন করেছিলেন, আপনি কেন আপনার মাযহাব পরিত্যাগ করলেন?

৮. <u>তাঁর ছাত্রবৃন্দ</u>:- তাঁর শিক্ষকগণের সংখ্যা যেমন অসংখ্য তেমনি তাঁর ছাত্রের সংখ্যাও অনেক। যেসব ছাত্র তাঁর নিকট থেকে ইলমে দ্বীন অর্জন করেছেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হচ্ছেন-

① আবু মুহাম্মদ আবদুল আযীয ইবনে মুহাম্মদ আত-তামিমী।

② আহমদ ইবনে কাসেম ইবনে আবদুল্লাহ আল বাগদাদী।

③ আবু বকর মক্কী ইবনে আহমদ আল বারদায়ী।

④ আবুল কাসেম মাসলামা ইবনে কাসেম।

⑤ আবুল কাসেম ওবায়দুল্লাহ ইবনে আলী দাউদী।

⑥ আল হাসান ইবনে কাসেম।

⑦ আবুল হাসান মুহাম্মদ ইবনে আহমদ আল আখিমী।

⑧ আবু বকর মুহাম্মদ ইবনে ইব্রাহীম।

⑨ আবু ওসমান আহমদ ইবনে ইব্রাহীম।

⑩ সোলায়মান ইবনে আহমদ তিবরানী।

৩ ইব্রাহীম ইবনে মুহাম্মদ।

৪ ইব্রাহীম ইবনে মারযুক বসরী।

৫ আহমদ ইবনে কাসেম কুফী।

৬ আহমদ ইবনে দাউদ সাদুসী।

৭ আহমাদ ইবনে সাহল বলী।

৮ আহমাদ ইবনে আসরাম মুযানী।

৯ আহমাদ ইবনে মাসঊদ মাকদাসী।

১০ আহমদ ইবনে সাঈদ ফাহরী।

১১ আবু বশীর আহমদ দুলাবী।

১২ ইসহাক ইবনে ইব্রাহীম।

১৩ ইসহাক ইবনে হাসান।

১৪ ইসমাঈল ইবনে ইয়াহইয়া মুযানী।

১৫ বাহার ইবনে নসর খাওলানী।

১৬ বাকার ইবনে কুতাইবা।

১৭ মুহাম্মদ ইবনে সালামা তাহাবী- (র:) প্রমুখ।

হানফী অধ্যয়ন করেন। এভাবে তিনি বিশাল জ্ঞান ভান্ডার আয়ত্ত করেন।

৬. <u>জ্ঞান অর্জনে বিদেশ সফর:-</u> নিজ দেশের প্রায় সকল পন্ডিতের কাছ থেকে জ্ঞানার্জন শেষে ইমাম আবু জাফর তাহাবী (রঃ) জ্ঞান অর্জনের জন্য বিদেশ সফর করেন। তিনি হিজরী ২৬৮ সনে প্রথম সিরিয়া সফর করেন। এরপর ইলমে হাদীস ও ইলমে ফিকহ অর্জনের জন্য পর্যায়ক্রমে বায়তুল মুকাদ্দাস, দামেশক ও আসকালানসহ পৃথিবীর বহুদেশ সফর করেন।

৭. <u>তার শিক্ষকবৃন্দ:-</u> তিনি হাদিস, ফিকহ, তাফসীর, আরবি সাহিত্য, নাহু-সরফ, বালাগাত ও মানতিক ইত্যাদি বিষয়ে অসংখ্য শিক্ষকের নিকট জ্ঞানার্জন করেছেন। তাঁর শিক্ষকগনের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হচ্ছেন-
① ইবরাহীম ইবনে আবু দাউদ বালসাঈ।
② ইবরাহীম ইবনে মানকাদ খাওলানী।

৫. <u>শিক্ষাজীবন</u>:- তাঁর শিক্ষাজীবনের হাতেখড়ি হয় তাঁরই মামা আবু ইবরাহীম ইসমাঈল ইবনে ইয়াহইয়া মুযানী (র)-এর নিকট। মুযানী ছিলেন শাফেয়ী মাযহাবের একনিষ্ঠ অনুসারী এবং তৎকালীন একজন বিখ্যাত ইসলামিক চিন্তাবিদ। তিনি তখন মিসরে অবস্থান করতেন। ইমাম আবু জাফর তাহাবী (র) ইলমে দ্বীন শিক্ষালাভের উদ্দেশ্যে স্বীয় আবাসস্থল ত্যাগ করে মিসরে চলে আসেন এবং জ্ঞান সাধনায় আত্মনিয়োগ করেন। তিনি সেখানে মিসরের বিচারপতি আহমদ ইবনে আবু ইমরান হানাফী (র) এর সংস্পর্শে আসেন এবং তাঁর নিকট হানাফী ফিকহ অধ্যয়ন করেন।

তিনি ইরাকি ফিকহের ওপর বিশেষ গবেষণা করেন এবং শেষ পর্যন্ত শাফেয়ী মাযহাব ত্যাগ করে হানাফী ফিকহের চর্চা ও গবেষণায় নিজের জীবনকে উৎসর্গ করেন। অতঃপর মিসর থেকে তিনি সিরিয়ায় চলে আসেন এবং সেখানকার বিশিষ্ট ফকীহ আবু-হাযেম আবদুল হামীদ (র)-এর নিকট ফিকহে

নিসবতী নাম- তাহাবী, আযদী, হাজরী, মিসরী।

২. নসবনামাঃ- তাঁর নসবনামা হচ্ছে- আহমাদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে সালামাহ ইবনে আবদুল মালিক ইবনে সালামাহ ইবনে সুলাইম ইবনে সুলাইমান খাব্বাব আল আযদী আল হাজরী আল মিসরী আত তাহাবী আল হানাফী।

৩. জন্মঃ- আল্লাহর দ্বীনের এ মহান খাদেম হিজরী ২২৯ সন মোতাবেক ৮৫১ খ্রিষ্টাব্দে মিসরের গুরুত্বপূর্ণ জনপদ তাহা (طحا) নামক এলাকায় জন্মগ্রহণ করেন।

৪. শৈশবকালঃ- যিনি বড় হয়ে দ্বীনের কান্ডারী হবেন শৈশবকালেই যে নিদর্শন তাঁর জীবনীতে পরিলক্ষিত হয়েছে। শৈশবকালে তিনি অনুপম চরিত্রের অধিকারী ছিলেন, তিনি কখনো পাপাচার বা গর্হিত কাজের সাথে জড়িত ছিলেন না। জ্ঞানের প্রতি অসীম আগ্রহ তাঁর জীবনের শুরুতেই দৃষ্টিগোচর হয়।

উপস্থাপনাঃ- হাদীসে এসেছে-

من يرد الله به خيرا يفقه في الدين, অর্থাৎ, মহান আল্লাহ যার প্রভূত কল্যাণ চান তাকেই দ্বীনের পান্ডিত্য দান করেন। এ মূলনীতি অনুযায়ী আল্লাহ তায়ালা তাঁর দ্বীনের আলো সর্বত্র ছড়িয়ে দেয়ার লক্ষ্যে যুগে যুগে দ্বীনের কান্ডারি পন্ডিত ব্যক্তি প্রেরণ করেন; যারা দ্বীনের যাবতীয় বিষয় গবেষণা করে মানুষের চলার পথকে অতিশয় সহজ করে দেন। এমনি দ্বীনের কান্ডারি পন্ডিত ব্যক্তি হচ্ছেন প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ইমাম আবু জাফর তাহাবী (রঃ)। নিম্নে তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবনী ও কর্ম আলোচনা করা হলো।

حياة الامام ابى جعفر الطحاوى رض :

ইমাম আবু জাফর তাহাবী (রঃ)-এর জীবনী:-

১. **নাম ও পরিচয়ঃ-** তাঁর নাম আহমাদ, পিতার নাম মুহাম্মাদ, দাদার নাম সালামা, উপনাম আবু জাফর,

সূচিপত্র :-

বিষয়	পৃষ্ঠা
১ উপস্থাপনা	১
২ তাহাবী (রহ:) এর জীবনী ও কর্ম: নাম ও পরিচয়	১
৩ নসবনামা	২
৪ জন্ম	২
৫ শৈশবকাল	২
৬ শিক্ষাজীবন	৩
৭ জ্ঞান অর্জনে বিদেশ সফর	৪
৮ তাঁর শিক্ষকবৃন্দ	৪-৫
৯ তাঁর ছাত্রবৃন্দ	৬
১০ অনুসৃত মাযহাব	৭
১১ মাযহাব পরিবর্তনের কারণ	৭-৮
১২ ওলামায়ে আহনাফের মধ্যে তাঁর অবস্থান	৯-১০
১৩ তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের বক্তব্য	১১-১২
১৪ রচনাবলি	১৩-১৪
১৫ ইন্তেকাল	১৫
১৬ উপসংহার	১৫

সহায়ক গ্রন্থ → আল ফাতাহ গাইড

সরকারি মাদ্‌রাসা-ই-আলিয়া, ঢাকা

২ নং আরফ্যানেজ রোড, বক্‌শী বাজার, চকবাজার, ঢাকা।

এ্যাসাইনমেন্ট

পরীক্ষার নাম	: কামিল (এম.এ) ১ম পর্ব পরীক্ষা-২০১৯
বিভাগ	: হাদিস
বিষয়	: ৫০৩
পত্র	: তৃতীয়

শিরোনাম : ইমাম তাহাবী (রঃ) : জীবন ও কর্ম

নির্দেশনায়:

জনাব মোঃ হারুন আর রশিদ

পদবী : সরকারী অধ্যাপক

বিভাগ : আল-হাদীস বিভাগ

সরকারী মাদরাসা-ই-আলিয়া, ঢাকা।

উপস্থাপনায়:

নাম :

পিতা

ক্লাস রোল :

রেজি. নং :

শিক্ষাবর্ষ

মোবাইল :

জমা দেওয়ার তারিখ :